34561 - কবরবাসীকে সালাম দয়োর পদ্ধতি

প্রশ্ন

কবররে কাছে কোন অভবিাদনটি বলতে হয়? কবরগুলোর কাছে পশেকৃত সালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে করোমরে জন্য পশেকৃত সালামরে মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

এটা কি সঠকি যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর যয়িারতরে সময় আমরা বলব: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এবং কবরস্থানে প্রবশেরে সময়ে বলব: ইয়া আহলাল কুবুর (ওহে কবরবাসী); নাকি এটা শর্কি হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পুরুষদরে জন্য কবর যয়িারত করা মুস্তাহাব। যহেতেু বুরাইদা বনি আল-হুসাইব (রাঃ) এর হাদসিে এসছে: ‘নশ্চিয় আমি তোমাদরেকে কবর যয়িারত থকেে বারণ করছেলিাম; এখন তোমরা কবরগুলো যয়িারত কর।’[সহহি মুসলমি (৯৭৭), অপর এক বর্ণনায় আছে: ‘নশ্চিয় কবর যয়িারত আখরিাতকে স্মরণ করয়িে দয়ে।’[মুসনাদে আহমাদ (১২৪০), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৬৯), আলবানী হাদসিটকিে ‘সহহি সুনানে ইবনে মাজাহতে সহহি বলছেনে]

কবর যয়িারতকালে কবরবাসীকে সালাম দয়ো ও তাদরে জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব; যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরেকে দোয়া করা শখিয়িছেনে। আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা তাদরেকে (অর্থাৎ কবরবাসীদরেকে) কোন পদ্ধতিতে বলব? তনিি বলনে, তুমি বলবে:

السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقدِمينَ مِنَّا والمُستَأخِرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحِقونَ

(কবরবাসী মুমনি-মুসলমানদরে ওপর শান্তি বর্ষতি হোক। আমাদরে মধ্যে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী সকলরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ্, আমরা অচরিইে আপনাদরে সাথে মলিতি হব।)[সহহি মুসলমি (৯৭৪)]

বুরাইদা বনি আল-হুসাইব (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে: তারা যখন কবরস্থানরে উদ্দশ্যে বরে হতনে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে শখিয়িে দতিনে। তখন তাদরে কউে এভাবে বলত:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحِقونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَة

ওহে কবরবাসী মুমনি ও মুসলমানগণ! আপনাদরে ওপর শান্তি বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ্, আমরা অচরিইে আপনাদরে সাথে মলিতি হব। আমি আমাদরে জন্য এবং আপনাদরে জন্য নরিাপত্তার দোয়া করছি।)[সহহি মুসলমি (৯৭৫)]

সাহাবীদরে কবরগুলো যয়িারতরে সময়ও পূর্বোল্লখেতি দোয়াগুলো বলবনে; সাহাবীদরে কবর যয়িারতরে বশিষে কোন দোয়া নইে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর কবরগুলো যয়িারতরে সময় সাহাবায়ে করোম থকেে বর্ণতি আমল হলো: সালাম দয়ো। ইবনে উমর (রাঃ) বলতনে: 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতি। এরপর তনিি স্থান ত্যাগ করতনে'।[হাফযে ইবনে হাজার বর্ণনাটকিে সহহি বলছেনে]

কোন কোন আলমে এতটুকুর চয়েে একটু বাড়য়িে বলনে: আসসালামু আলাইকা ইয়া খরিাতাল্লাহি মনি খালক্বহি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যদিাল মুরসালনি...। আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রসিালাহ।[দখেুন: ইমাম নববীর লখো 'আল-আযকার' (পৃষ্ঠা-১৭৪) এবং ইবনে কুদামার লখো 'আল-মুগনী' (৫/৪৬৬)]

তাবারী বলনে: যদি যয়িারতকারী পূর্বোক্ত ভাষ্যরে চয়েে বাড়য়িে বলনে এতে কোন আপত্তি নইে। তবে পূর্ববর্তীদরে অনুসরণই উত্তম।[সমাপ্ত] অর্থাৎ সাহাবায়ে করোম থকেে যা উদ্ধৃত হয়ছেে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) 'মানাসকিুল হাজ্জ ওয়াল উমরা' গ্রন্থে বলনে: প্রথমবার মসজদিে নববীতে আসার পর আল্লাহর ইচ্ছায় যত রাকাত ইচ্ছা তত রাকাত নামায পড়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবীদ্বয়কে সালাম দতিে যাবনে।

১। কবররে সামনে গয়িে কবরকে সম্মুখভাগে রখেে এবং কাবাকে পছিনে রখেে দাঁড়াবনে। এরপর বলবনে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া আইয়্যুহান নাবয়িু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। যদি এর চয়েে বশেি যথোপযুক্ত কছিু বাড়াতে চান তাতে কোন অসুবধিা নইে। যমেন এভাবে বলা: আসসালামু আলাইকা, ইয়া খাললিাল্লাহ্, ওয়া আমীনুহু আলা ওয়াহয়হিি, ওয়া খরিাতুহু মনি খালক্বহি। আশহাদু আন্নাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রসিালাহ্, ওয়া আদ্দাতাল আমানা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জাহাদতা ফল্লিাহি হাক্বা জহিাদহি।

আর যদি পূর্বোল্লখেতি ভাষ্যরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সটোই ভালো। ইবনে উমর (রাঃ) যখন সালাম দতিনে তখন তনিি বলতনে: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতি। এরপর তনিি স্থান ত্যাগ করতনে।

২। এরপর এক কদম ডানে সরে এসে আবু বকর (রাঃ) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া আবা বাকর, ইয়া খালফিাতা রাসূলল্লিাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি উম্মাতহিি। রাদআিল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি উম্মাদনি খাইরা।

৩। এরপর এক কদম ডানে সরে এসে উমর (রাঃ) এর কবরের সামনে এসে বলবে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া উমার! আসসালামু আলাইকা, ইয়া আমীরাল মুমনিীন। রাদআিল্লাহু আনকা, জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদনি খাইরা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে সালাম দয়ো যনে আদবরে সাথে ও নম্নিস্বরে হয়। কনেনা মসজদিে স্বর উঁচু করা নষিদ্ধি; বশিষেতঃ মসজদিে নববীতে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে কাছে।

[মানাসকিুল হাজ্জ ওয়াল উমরা ওয়াল মাশরু ফযি যয়িারা (১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা)]

কবর যয়িারতকালে কোন ব্যক্তি কবরগুলোকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ (আপনাদরে প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক) বলা কংিবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর যয়িারতকালে ‘আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ্’ বলা শরিক হসিবেে গণ্য হবে না। কনেনা সটেি মৃত ব্যক্তদিরেকে ডাকা নয়, তাদরে কাছে সাহায্য চাওয়া নয়। বরঞ্চ তাদরে জন্য দোয়া করা; যাতে করে আল্লাহ্ তাদরেকে মৃত্যুর পরে বান্দা কবররে আযাব, পুনরুত্থান, হসিাবনকিাশ ইত্যাদি ক্ষত্রেে যে বপিদআপদ ও পরকালীন বভিীষকিার মুখোমুখি হয় সগেুলো থকেে নরিাপদে রাখনে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে দুনয়িা ও আখরিাতরে নরিাপত্তা চয়েে দোয়া করছি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

দখেুন: যাদুল মুস্তাকনি (৫/৪৭৩) এবং ড. ইউসুফ আল-ওয়াবলিরে লখো ‘আশরাতুস সাআহ’ (পৃষ্ঠা-৩৩৭)।